DEC. 02 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

—জনকণ্ঠ

ইসলামপুর ঃ চরদিঘাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

এটি একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়!

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইসলামপুর থেকে ॥ এটি একটি সরকারী স্কুল। নাম চর দিঘাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। চার খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে নড়বড়ে একচালা ঘরটি। কোন বেড়া নেই। ছাত্রছাত্রীদের বসার প্রয়োজনীয়সংখ্যকে বেঞ্চ নেই। নেই চেয়ার, টেবিল এমনকি ব্ল্যাকবোর্ড পর্যন্ত। শুধু চর দিঘাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, উপজেলার যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের চর দ্বীপচর এলাকার বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা প্রায় একই রকম।

ইসলামপুর উপজেলার সাপধরি ইউনিয়নের একটি চরে 'চর দিঘাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়'। প্রায় ২ যুগ আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও সরকারী নজর নেই বললেই চলে। স্কুলটিতে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি কম। তবে কাগজে-কলমে ২ শতাধিক। শিক্ষক রয়েছেন ৩ জন। এখানে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে বসে। পায়খানা কিংবা টিউবওয়েলের কোন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষকগণ কাঠফাটা রোদে তপ্ত বালুচরে ছাতা মাথায় দিয়ে ক্লাস নেন। একটি নড়বড়ে একচালায় স্থানসঙ্কুলান না হওয়ায় কোমলমতি ছেলেমেয়েদের বসানো হয়েছে গরম বালুর ওপর খড় বিছিয়ে। স্কুলের শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও এলাকাবাসী জানান, দীর্ঘদিন ধরে স্কুলটির বেহাল অবস্থার কারণে এলাকার শত শত শিশু-কিশোর লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাঁরা জানান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষকরা আসেন পালাক্রমে। বেশিরভাগ সময় শিক্ষক স্কুলে এসে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। আবার অনেকদিন ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে গিয়ে শিক্ষক না পেয়ে ফিরে আসে।